

শিউলিমালা

ষাণ্মাসিক
সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

◆ সংখ্যা : ০৬ ◆ জানুয়ারি-জুন, ২০২৬



মুচিপত্র

সম্পাদকীয়	৭
১. শহরের রূহ বনাম আধুনিকতা	১১
মূল : হেবা রউফ ইয়যেত	
অনুবাদ : জান্নাত আরা তাবাসসুম	
২. উনিশ শতক ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্য; সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে মূল্যায়ন	৩৯
মিমি বিনতে ওয়ালিদ	
৩. ইবনে খালদুনের চিন্তাধারায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিশীলতা	৫০
মূল : এম. উমর চাপরা	
অনুবাদ : সাবিহা গুচি	
৪. ইলম, ইখলাস, ইস্তেকামাত : ড. হামিদুল্লাহর উত্তরাধিকার	৭০
মুহসিনা বিনতি মুসলিম	
৫. আধুনিক উন্নয়ন ভাবনা ও মিথ: পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার মৌলিক দর্শনের তুলনামূলক পাঠ	৭৭
নাফিসা নাজমী	

৬. নারীর অধিকার ও তার অবস্থান: ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা

১০৩

মূল : আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারি

অনুবাদ : শাহাদা নূর তামিমা

৭. ইবনে সিনা থেকে মিমার সিনান: ইসলামী স্থাপত্যে সৌন্দর্য, অলংকরণ ও আধ্যাত্মিকতার দর্শন

১২৭

মূল : স্পাহিক ওমর

অনুবাদ : ফারজানা রুকাইয়া

৮. বই পর্যালোচনা : মর্নিংস ইন জেনিন

১৪৪

পর্যালোচক : জুম্মি নাহদিয়া

সম্পাদকীয়

মানুষ কেবল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সভ্যতা গড়ে না; সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি নির্মিত হয় তার চিন্তা, মূল্যবোধ, নন্দনচেতনা এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানের উপর। যে জাতি নিজের চিন্তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলে, সে জাতি উন্নয়নের বাহ্যিক চাকচিক্য অর্জন করলেও আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আজকের বিশ্বব্যবস্থা এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে উন্নয়ন, আধুনিকতা, নগরায়ণ, শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রশ্নগুলোকে নতুন করে পর্যালোচনা করা জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ আমরা যতই এগিয়ে যাচ্ছি বলে দাবি করি না কেন, মানুষের অন্তর্জগত, সামাজিক সম্পর্ক, আখলাক এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশ সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানচর্চার মূল উদ্দেশ্য কেবল তথ্যের সমষ্টি সংগ্রহ করা নয়; জ্ঞান হলো মানুষকে তার সত্তা, দায়িত্ব এবং গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার শক্তি। যে জ্ঞান মানুষকে নিজের পরিচয়, স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক, সমাজের প্রতি দায়িত্ব এবং মানবতার কল্যাণের প্রশ্নে উদাসীন করে তোলে, সে জ্ঞান যতই বিস্তৃত হোক না কেন, তা প্রকৃত অর্থে মুক্তিদায়ী নয়। অন্যদিকে যে জ্ঞান মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে, আকলকে শাণিত করে, আখলাককে পরিশুদ্ধ করে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করে, সেই জ্ঞানই সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করে।

এই বিশ্বাসকে ধারণ করেই শিউলিমালা একাডেমির পথচলা। আমরা মনে করি, আজকের পৃথিবীর সংকট কেবল অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা প্রযুক্তির সংকট নয়; বরং এটি মূলত অর্থবহতার সংকট, মূল্যবোধের সংকট এবং দৃষ্টিভঙ্গির সংকট। মানুষ অভূতপূর্ব ভৌত উন্নতি অর্জন করলেও তার জীবনের উদ্দেশ্য, মানবিক মর্যাদা, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সংহতি এবং নৈতিক ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রচলিত ধারণাগুলোকে নতুনভাবে পর্যালোচনা করা আজ সময়ের অন্যতম দাবি।

এই প্রেক্ষাপটকেই সামনে রেখে সাজানো হয়েছে শিউলিমালা একাডেমির মুখপত্র, ষাণ্মাসিক শিউলিমালা-র এবারের সংখ্যা, অর্থাৎ ষষ্ঠ সংখ্যা। উম্মাহর কল্যাণে নারীদের অবস্থানকে সামনে রেখে দীর্ঘদিনের পথচলায় এক এক করে আমরা প্রকাশ করে এসেছি পাঁচটি সংখ্যা। সে ধারাবাহিকতায় এই সংখ্যাটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা বেশ আনন্দ বোধ করছি। এবারের সংখ্যার রচনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও তাদের অন্তর্নিহিত সূত্র একটিই-মানুষ, সভ্যতা এবং অর্থবহ উন্নয়নের অনুসন্ধান।

আমরা যে শহর, নগরায়ণ ও উন্নয়নের মাঝে বসবাস করছি, তা আসলে আমাদের জন্য কতোটা উপযুক্ত? আমরা কি তা বুঝতে পারছি নাকি সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছি? শহর ও নগরায়ণ কি শুধু উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নাকি এখানে আখলাক ও আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে? এমন সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে; নগরায়ণ ও আধুনিকতার নামে আমরা কী হারাচ্ছি-এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান সভ্যতা বিশারদ ও সমাজবিজ্ঞানী হেবা রউফ ইযযেত তার ‘শহরের রূহ বনাম আধুনিকতা’ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদিকা ও সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া জান্নাত আরা তাবাসসুম।

সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। কিন্তু, অনেক সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও সাহিত্যকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা যায়। আর ঠিক এই কাজটাই হয়েছে মুসলিমদের ক্ষেত্রে; উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। উনিশ শতকের তৎকালীন সাহিত্য কতোটা সমাজের দর্পণ ছিলো আর কতোটা প্রোপাগান্ডা ছিলো, সেসব নিয়ে সামগ্রিক আলাপ হাজির করে বাংলা সাহিত্যকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস নিয়ে লিখেছেন ঔপন্যাসিক ও লেখিকা শ্রদ্ধেয়া মিমি বিনতে ওয়ালিদ।

আধুনিক উন্নয়ন ধারণার অন্তর্নিহিত দর্শন, তার প্রতিশ্রুতি ও সীমাবদ্ধতা এবং ইসলামী শরীয়তে উন্নয়নের ধারণা নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন শিউলিমালা একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট, তরুণ লেখিকা ও গবেষিকা নাফিসা নাজমী। আমাদের বর্তমান এই আধুনিকায়নের প্রকৃত রূপ কী এবং তা কেমন, সেই আলোচনার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার উন্নয়ন ধারণার মধ্যকার পার্থক্য দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার উন্নয়ন-ভাবনার তুলনামূলক পাঠ আমাদের সামনে এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর

হাজির করে, যেখানে উন্নয়নকে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাপকাঠিতে নয়, বরং একজন মানুষের ভেতরে মানবিক ও নৈতিক উৎকর্ষের আলোকেও উন্নয়নকে বিচার করার চিন্তা এসে দানা বাঁধে।

একইসঙ্গে এম. উমর চাপরার আলোচনায় ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও রাজনীতির গতিশীলতাকে বোঝার জন্য মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যের ভেতরেই কত সমৃদ্ধ বিশ্লেষণধারা বিদ্যমান রয়েছে। আর অতীতের এই জ্ঞানভাণ্ডার বর্তমান সংকট মোকাবিলায় আমাদের জন্য এখনও মূল্যবান পথনির্দেশক হতে পারে। ড. উমর চাপড়ার প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদিকা ও লেখিকা শ্রদ্ধেয়া সাবিহা শুচি।

ড. হামিদুল্লাহর জ্ঞান, ইখলাস ও ইস্তেকামাতভিত্তিক উত্তরাধিকার নিয়ে লিখেছেন লেখিকা ও গবেষিকা শ্রদ্ধেয়া মুহসিনা বিনতি মুসলিম।

পৃথিবীর যেকোনো সভ্যতাতেই নারী ও পুরুষ উভয়েরই অবদান রয়েছে। কিন্তু, বর্তমান এই সময়ে নারী ও পুরুষকে সকল দিক থেকেই একে অপরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। অথচ, ইসলামী সভ্যতা এই সমাধান দিয়েছে বহু আগেই। নারী-পুরুষের বর্তমান অবস্থাকে সামনে রেখে পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী-অধিকারের প্রকৃত রূপ ও বাস্তবতা এবং ইসলামী সভ্যতায় নারীর অধিকার ও তার অবস্থান নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারী। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহাদা-নূর তামিমা।

‘ইসলামী স্থাপত্যে সৌন্দর্য, অলংকরণ ও আধ্যাত্মিকতার দর্শন’ নিয়ে স্পাহিক ওমর এর প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন ফারজানা রুকাইয়া। ইসলামী স্থাপত্যে নন্দনতত্ত্বকে কেন এতবেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ইবনে সিনা থেকে মিমার সিনান পর্যন্ত মুসলিম দার্শনিক এবং স্থপতিগণ সকলেই এ বিষয়ে কেন গুরুত্বারোপ করেছেন—ইসলামী স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অলংকরণ ও সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত দর্শন বা রূহ কী ছিলো; এসবই উঠে এসেছে এই প্রবন্ধে।

এছাড়াও, এবারের সংখ্যায় রয়েছে মর্নিংস ইন জেনিন উপন্যাসের পর্যালোচনা। ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটকে সামনে রেখে একটা পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া এই উপন্যাসকে দারুণভাবে পর্যালোচনা করেছেন জুম্মি নাহদিয়া।

আমরা বিশ্বাস করি, কোনো জাতির পুনর্জাগরণ শুরু হয় তার চিন্তার জগতে। যখন মানুষ নিজের ইতিহাসকে নতুনভাবে পড়ে, প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করে, বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করে এবং হাকীকতকে অনুসরণের সাহস অর্জন করে-তখনই পরিবর্তনের বীজ রোপিত হয়। শিউলিমালা সেই বীজ বপনের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আমরা এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে জ্ঞান হবে মুক্তির উপায়, চিন্তা হবে দায়িত্বশীল, এবং আলাপ হবে হাকীকত অনুসন্ধানের মাধ্যম।

বিশেষভাবে আমরা বিশ্বাস করি, নারী সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ছাড়া জাতির সামগ্রিক জাগরণ অসম্ভব। তাই নারীদের অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং চিন্তাশক্তির বিকাশকে আমরা জাতীয় অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করি। মূলত, ষাণ্মাসিক শিউলিমালা সেই সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য একটি উন্মুক্ত ময়দান হতে চায়, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

‘সমাজ ভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন’-এই অঙ্গীকারকে ধারণ করেই আমরা আমাদের যাত্রা অব্যাহত রেখেছি। পাঠক, লেখক, গবেষক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং দোয়া আমাদের এ পথচলার শক্তি। বাংলাভাষী মানুষের নিকট আখলাক ও আদালতপূর্ণ সমাজভাবনাকে উপস্থাপন করা এবং যুগজিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধানের যে প্রয়াস শিউলিমালা গ্রহণ করেছে, এই সংখ্যা তারই একটি বিনীত অংশ। তাই, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি বা যেকোনো ক্ষেত্রে আপনাদের পর্যালোচনা আমাদের পথচলাকে আরো গতিশীল ও সহজতর করে তুলবে, আমরা এই আশা রাখি।

আমরা প্রত্যাশা করি, শিউলিমালার এই সংখ্যা নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করবে, নতুন চিন্তার দুয়ার খুলবে এবং আদালত ও কল্যাণভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নকে আরও দৃঢ় করবে, ইনশাআল্লাহ।